ডঃ কণিকা ত্রিবেদী

ফোনঃ৯৪৩৪০৯৬২৭২

Email : kanikatrivedy@gmail. com

ডঃ তপতী দত্ত বিশ্বাস ফোনঃ৯১২৬৩৩১৫৮৬

Email : tdattabiswas@rediffmail.com

ডঃ শুভ্রা চন্দ

ফোনঃ৯৫৯৩৮৮০১৫৯

Email : subhrachanda @ gmail.com

কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদ, বস্ত্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
বহরমপুর – ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ

Pamphlet No. 36 @CSR&TI, Berhampore January, 2017

পলু পালনের খুঁটি-নাটি

ডঃ তপতী দত্ত বিশ্বাস
ডঃ কণিকা ত্রিবেদী
ডঃ শুভ্রা চন্দ

কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদ, বস্ত্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
বহরমপুর – ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশক:

ড. কণিকা ত্রিবেদী, অধিকর্তা

সম্পাদনা:

শ্রী এন. বি. কর, ড.এস. চট্টোপাধ্যায়, শ্রী দেবজিত দাস,
শ্রী আর. বি. চৌধুরী, শ্রী তাপস কুমার মৈত্র ও শ্রী বিপদ কর্মকার

প্রচ্ছদ ও পরিকল্পনা:

শ্রী এন. বি. কর ও শ্রী তাপস কুমার মৈত্র

মুদ্রণ: সিকদার প্রিন্টিং প্রেস, চুঁয়াপুর, বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ:

৪ঠা জানুয়ারী, ২০১৭

আরও বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন : কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান , কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড; ভারত সরকার, বহরমপুর – 742101 (প.ব.)

ফোন:(03482) 253962 / 63 /64

ফ্যাক্স:+91 3482 251233

ইমেল:csrtiber.csb@nic.in/csrtiber@gmail.com,

ওয়েবসাইট: www.csrtiber.res.in

পলু পালনের খুঁটি-নাটি

ডঃ তপতী দত্ত বিশ্বাস
ডঃ কণিকা ত্রিবেদী
ডঃ শুভ্রা চন্দ

কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদ, বস্ত্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
বহরমপুর – ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের রেশম চাষের ইতিহাস সুপ্রাচীন। এখানে প্রকৃতিদত্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত এবং উর্বর মাটির জন্য তুঁতপাতার প্রাচুর্য থাকলেও আবহাওয়ার তরতম্যের জন্য সারা বছর পলুপালন করা একটু কঠিন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১.৫ লক্ষ পরিবার এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রায় ২.৫ লক্ষ মানুষের রুজি রোজগার এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। উন্নত পলুপালন পদ্ধতি দ্বারা এই পরিবর্তনশীল আবহাওয়াতেও বছরে পাঁচটি বন্দে মাল্টি X বাই শঙ্কর জাতীয় পলু এবং অগ্রহায়নী ও ফাল্গুনী বন্দে বাইভোল্টাইন বা জাপানী পলু নামে জনপ্রিয় পলুপালন করে বসনী ভাই-বোনেরা এখন আর্থিক দিক থেকে অনেক বেশি লাভবান হচ্ছেন। কিন্তু অনেক সময় উন্নত পলুপালন পদ্ধতি অবলম্বন করার সময় বসনী ভাই-বোনেরা কিছু ছোটখাট ভুল ভ্রান্তি করে ফেলেন এবং এর পরিণতিতে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। এই ছোটখাট ভুল ভ্রান্তির ব্যাপারে এখানে আলোচনা করা হয়েছে যাতে তাঁরা এগুলি প্রতিহত করে বেশি পরিমাণে উন্নত মানের গুটির ফলন করে পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন। বসনী ভাই-বোনেরা এর দ্বারা উপকৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

ধন্যবাদান্তে,
ডঃ কণিকা ত্রিবেদী
অধিকর্তা

পলুপালনের সময় কয়েকটি খুঁটি-নাটি বিষয়ের ওপর নজর দিতে বসনী ভাইয়েরা প্রায়শঃ ভুলে যান। এরজন্য তাঁরা প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হন। ছোটো-খাটো এই ব্যাপারগুলির সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো। আশা করা যায় এর থেকে বসনী ভাই-বোনেরা তাঁদের গুটির উত্পাদন ও গুণগত মান বাড়িয়ে আর্থিক উন্নতি করতে সক্ষম হবেন।

পলুঘর ও সামগ্রী পরিশোধন

- ঘর ও পলুপালন সামগ্রী পরিশোধন না করে পলুপালন করলে কোনো দিনই ভাল গুটি পাওয়া যায়না।
- পলুপালনের অব্যবহিত পরেই ৫% ব্লিচিং পাউডার দ্রবণ অথবা স্যানিটেক দ্রবণ দিয়ে ডালা ও চন্দ্রাকি সমেত পলুঘর ভালভাবে পরিশোধন করতে হবে।
- ডিম ঘরে আনার ৩-৪ দিন আগে একই ভাবে পরিশোধন করুন।
- নিজের মর্জিমাফিক ব্লিচিং দ্রবণ প্রস্তুত করা যাবেনা – একশ ডিম পুষতে ৪০ লিটার ব্লিচিং দ্রবণ প্রয়োজন।
- ২ কেজি ভাল মানের ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ৪০ লিটার দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে।
- স্প্রে করার পর ১-২ দিনের জন্য ঘর বন্ধ রাখুন।
- ঘরের চারপাশও ব্লিচিং দ্রবণ দিয়ে শোধন করতে হবে।
- পরিশোধনের সময় খেয়াল রাখতে হবে আপনার প্রতিবেশী বসনীও যেন পরিশোধন করেন, না হলে আপনার ফসল খারাপ হতে পারে।

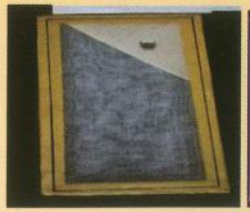
বাক্সের ডিম

ইনকিউবেশন ফ্রেম

ডিম ইনকিউবেশন

ব্ল্যাক বক্সিং

- ডিম সকাল বা সন্ধ্যায় আনতে হবে।
- অবশ্যই সরকারী বীজাগার অথবা সরকার অনুমোদিত ডিম প্রস্তুতকারী সংস্থা থেকে ডিম সংগ্রহ করতে হবে।
- ডিম এনে ক্যাসেট কেটে ডালার নিচের দিকে মোম কাগজ দিয়ে দিতে হবে এবং চারিদিকে ভিজে ফোম প্যাড দিয়ে ঘিরে ওপরে আর একটি মোম কাগজ দিয়ে ইনকিউবেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ইনকিউবেশনের ঘর প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ১০ মিনিট করে খুলে দিতে হবে। ডিম কখনই মাটির হাঁড়িতে অথবা বিছানার নিচে রাখবেন না।
- ডিম মাটির সড়াতে মুখাবেন না।
- ডিম নীলাভ হলে একসাথে মুখানোর জন্য কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে ৩৬ ঘন্টা রাখুন।
- কালো পলিথিন দিয়ে ব্ল্যাক বক্সিং করবেন না।

লুজ ডিম মুখানোর সঠিক পদ্ধতি

লুজ ডিম মুখানোর ভুল পদ্ধতি

- লুজ ডিম মুখানোর জন্য ০ .৫ মি.মি. ফাঁকের দুটি নেট ব্যবহার করলে মুখানো পলু ও ডিমের খোসা আলাদা করা যায়।
- কার্ডের ডিম পাখির পালক দিয়ে ঝাড়ুন, টোকা দিয়ে নয়।

আদর্শ চাকি পাতা

পাতা সংরক্ষণ

পাতা সংগ্রহের ভুল পদ্ধতি

পাতা সংগ্রহের সঠিক পদ্ধতি

- মেটে কলপ থেকে তে কলপ পর্যন্ত পলুকে চাকি কাগানের পুষ্টিকর রসালো-পাতা কেটে খাওয়ান।
- পাতা ভাল করে ভিজে বস্তায় জড়িয়ে রাখুন।
- পলু বাগানে গোবর সার বেশি করে দিন ও নিয়মিত সেচ দিন।
- ভালো গুটি পেতে হলে সোদ ও রোজের পলুকে ৫০-৬০ দিনের পুষ্টিকর কড়া পাতা খাওয়ান।
- বর্ষাকালে পলুকে একদিনের বাসি পাতা খাওয়ান।

নেট দিয়ে কাসার

হাত দিয়ে কাসার

কাসার দূরে ফেলুন

- মেটে কলপে কাসার করবেন না।
- ভালো গুটি পেতে হলে সোদ ও রোজের পলুর প্রতিদিন কাসার করুন।
- কাসার অবশ্যই জাল দিয়ে করবেন, কখনই হাত দিয়ে নয়।
- কাসারের বর্জ্য পদার্থ প্লাস্টিক শীট বা চটে সংগ্রহ করে পলুপালনের স্থান থেকে দূরে ফেলুন।

বাক্স পদ্ধতিতে পলুপালন

ডালাতে চাকি পলুপালন

- ❖ মেটে কলপে এবং দো-কলপে বাক্স পদ্ধতিতে পলুপালন করুন । এতে ডালাতে পলুপালনের তুলনায় তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা আরও ভল ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।
- ❖ রহার সময় ট্রে-গুলি এদিক ওদিক করে রাখতে হবে এবং মোম কাগজ তুলে দিতে হবে।

ফোম প্যাড ও মোম কাগজ
দিয়ে চাকি পলুপালন

ফোম প্যাড ও মোম কাগজ
ছাড়াচাকি পলুপালন

❖ ডালাতে চাকি পলুপালন করলে ভিজে ফোম এবং মোম কাগজ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। অন্যথা, পাতা শুকিয়ে যাবে ও পলু ঠিকমত খেতে না পেয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে।

চাকিতে সঠিক ঘনত্ব ঘন অবস্থা সোদে সঠিক ঘনত্ব ঘন অবস্থা

❖ পলুর সঠিক বৃদ্ধি ও রোগ সংক্রমণ কমাতে ট্রে / ডালাতে পর্যাপ্ত জায়গা দিন।

❖ একশ জাপানী ডিম পুষতে মেটে কলপে ৪টি এবং দো-কলপে ১০টি ৩ 'X২' মাপের প্লাস্টিক ট্রে প্রয়োজন। তে-কলপে ৬টি, সোদে ১২টি এবং রোজে ২৩টি ৬' X ৪' মাপের ডালা দরকার।

❖ একশ মাল্টি Xবাই ডিম পুষতে মেটে কলপে ৩টি এবং দো-কলপে ৯টি ৩ ' X২' মাপের প্লাস্টিক ট্রে প্রয়োজন। তে-কলপে ৫টি, সোদে ১০টি এবং রোজে ২০টি ৬' X ৪' মাপের ডালা দরকার।

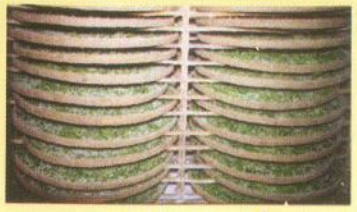

ডালার মাঝে অল্প ফাঁক

ডালার মাঝে সঠিক ফাঁক

➢ ডালাতে পর্যাপ্ত হাওয়া-বাতাস চলাচলের জন্য দুটি ডালার মধ্যে ৮-৯ ইঞ্চি ফাঁক রাখুন। এর ফলে পলুর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, সুষম বৃদ্ধি হবে এবং উন্নত মানের গুটি পাওয়া যাবে।

➢ রোগগ্রস্ত পলু যেখানে সেখানে ফেলবেন না, ব্লিচিং দ্রবণে ফেলুন।

➢ কাসার করার পর ঘরের মেঝে ২% ব্লিচিং দ্রবণ দিয়ে মুছে নিন।

➢ অগ্রহায়নী ও চৈত্র বন্দে ধোঁয়াহীন চুল্লী হিটার ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখতে হবে।

➢ তাপ্মাত্রা কম থাকলে পলু দেরিতে পাকবে , দুর্বল ও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং পাতার খরচের পরিমাণও অনেক বেড়ে যাবে।

চুন ডাস্টিং ল্যাবেক্স ডাস্টিং

➢ নব্বই শতাংশ পোকা রহাতে বসলে মেটে কলপ থেকে সোদ পর্যন্ত কলিচুন কাপড় দিয়ে পাতলা করে ছড়িয়ে দিন।

➢ নব্বই শতাংশ পোকা চিয়ানে উঠলে ল্যাবেক্স / বিজেতা ডাস্ট করে আধঘন্টা পরে পাতা দিন।

➢ রহাতে পাতা দেওয়া বন্ধ না করলে অথবা কিছু পোকা চিয়ানে উঠতেই পাতা দিলে ডালাতে পলু ছোট্-বড় হয়ে যাবে।

➢ এক বেলা চিয়ানে ওঠা কিছু পোকা পাতা না পেলেও পলুর মুখ শুকাবেনা।

➢ রহার সময় পলুতে কখনো বেড পরিশোধক দেবেন না।

তাক পদ্ধতিতে পলুপালন

- বর্ষাকালে মেঝের ভিজে ভাব কমাতে চুন ছড়িয়ে দিন।
- এই অঞ্চলের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় তাক পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভাল মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ গুটি পাবেন।
- এই পদ্ধতিতে গুটির গুণগত ও পরিমাণগত উত্কর্ষ বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমের খরচও অনেক কমে যায়।
- রোগ দেখা দিলে পলু পাতলা করে বা কম ঘনত্বে রাখুনরাখুন এবং পারলে ডালা পাল্টে দিন । নিয়মিত ল্যাবেক্স ছড়ান ও ঘরে যথেষ্ট আলো বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা করুন।

ঠিক সময় পাকা পলু তোলা →

চন্দ্রাকিতে সঠিক ঘনত্বে পোকা

চন্দ্রাকির ঘন অবস্থা

- সঠিক সময়ে পাকা পলু ডালা থেকে তুলে চন্দ্রাকিতে দিন।
- মাউন্টেজে পলুর ঘনত্বের উপর গুটির মান নির্ভর করে।
- একটি ৬' X ৪' মাপের চন্দ্রাকিতে ১২০০ মাল্টি X বাই এবং ৯৬০টি বাই X বাই পোকা দিলে গুটির মান ভাল হয়।
- চন্দ্রাকি বারান্দায় অথবা গাছের ছায়ায় রাখুন, রোদে কখনই রাখবেন না।

রোদে চন্দ্রাকি রাখবেন না

গুটি ছাড়ানো

- মাল্টি X বাই পলু পাকার ৫ থেকে ৬ দিন পর গুটি সংগ্রহ করুনএবং বাই X বাই এর ক্ষেত্রে ৬ দিন পর গুটি সংগ্রহ করুন।
- সংগ্রহের পর গুটিগুলির আঁশ ছাড়াতে বা ডিফ্লস (Defloss) করতে হবে।
- বিক্রি করার আগে পর্যন্ত গুটিগুলি ডালায় পাতলা করে বিছিয়ে রাখুন।
- খারাপ গুটিগুলি আলাদা করুন, এর ফলে গুটির মান ভাল হবে এবং বেশি দাম পাবেন।

অতিরিক্ত ব্যয় না করেই এই সব ছোট ছোট পরামর্শ মেনে চলে ভাল মানের অধিক পরিমাণ গুটি উত্পাদন করুন এবং নিজের আয়-বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করুন

সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনেই গুটির ভাল ফলন